প্রথম আলো

1 JAN 2017
20

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো গণিত উৎসবে হাত উঁচিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে শিক্ষার্থীরা। ছবিটি গতকাল দুপুরে বরিশাল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে তোলা ● মো. সাইয়ান

আনন্দে আত্মহারা শিক্ষার্থীরা

বরিশাল অফিস ●

পৌষের শীত শিক্ষার্থীদের কাবু করতে পারেনি অতটা। সকাল সাতটা থেকে বরিশাল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে জড়ো হতে থাকে খুদে গণিতবিদেরা। উদ্বোধনের আগেই পুরো মাঠ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে ঠাসাঠাসি।

গণিতকে জয় করার জন্য এবারই প্রথম এসেছে ভোলার লালমোহন সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কানিজ সুলতানা। এবারই প্রথম আঞ্চলিক গণিত উৎসবে যোগ দিয়েছে সে। উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য এক দিন আগে বরিশালে এসেছে। জিজ্ঞেস করতেই বলে ওঠে, 'গণিতকে জয় করতে পারব কি না জানি না। তবে প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে আগেভাগে হাজির হয়েছি।'

পিরোজপুরের স্বরূপকাঠি মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী নীলাঞ্জনা হাওলাদার জানায়, 'উৎসবে যোগ দিতে ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠেছি। মডেল স্কুল পর্যন্ত আসতে দেড় ঘণ্টা সময় লেগেছে।... এখানে এসে মনে হয়েছে, মিলনমেলায় এসেছি।'

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো আঞ্চলিক গণিত উৎসবের আয়োজন বসে বরিশাল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে। উৎসবে

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

আত্মহারা শিক্ষার্থীরা

শেষ পৃষ্ঠার পর

ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা ও বরিশালের প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

সকাল নয়টায় বন্ধুসভার বন্ধুদের গাওয়া জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বরিশাল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মেজর সিরাজুল ইসলাম উকিল। আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড পতাকা উত্তোলন করেন ডাচ্-বাংলা ব্যাংক বরিশালের উপব্যবস্থাপক মো. বাবুল খান, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড পতাকা উত্তোলন করেন স্বরূপকাঠি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. আবদুল জলিল।

সকাল পৌনে ১০টায় শুরু হয় সোয়া এক ঘণ্টার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। বেলা সাড়ে ১১টায় গণিত উৎসব সংগীতে বন্ধুদের কোরিওগ্রাফি, খুদে গণিতবিদ শামরী রহমান শুচির 'স্বাধীনতা এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' এবং মাইশা ফাহমিদার আবৃত্তি, তাবাসসুম তাসিম, জিননুরাইন আদ্রিতার গানে মুগ্ধ হয় শিক্ষার্থীরা। এরপর গণিতবিষয়ক নানা প্রশ্নে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে উৎসব প্রাঙ্গণ। মজার মজার প্রশ্নের উত্তর দেন শিক্ষক ও অতিথিরা।

প্রশ্নোত্তর পর্বে মায়ের সঙ্গে আসা প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী সামিহা ফালহ প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলে, ছোটদের পরীক্ষা নেই কেন? আমার পরীক্ষা নেয়নি কেন? শিক্ষার্থী জারিন ফরহানার প্রশ্ন ছিল, 'আই' কেন কাল্পনিক সংখ্যা? ইনজামাম উল হক প্রশ্ন করে, বৃত্তের কেন্দ্রে ৩৬০ ডিগ্রি কোণ হয় কেন?

খুদে গণিতবিদদের এমন নানা কেনর উত্তর দেন অতিথিরা। বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করায় শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয় কিশোর আলো ম্যাগাজিন।

প্রশ্নোত্তর ও সমাপনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান মো. ফয়সাল হোসেন রাহাত, শিক্ষক মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও বরিশাল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের গণিতের অধ্যাপক এম এ মামুন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির একাডেমিক কাউন্সিলর মাহমুদুল হাসান সোহাগ।

উৎসব শেষে চারটি বিভাগে মোট ৫৯ জন শিক্ষার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এদের মধ্যে প্রাথমিক বিভাগের ১৪ জন, নিম্ন মাধ্যমিক বিভাগে ১৫ জন, মাধ্যমিক শাখায় ১৬ জন ও উচ্চমাধ্যমিকে ১৪ জন।

তাদের প্রত্যেককে সনদ, বিজয়ী মেডেল পরিয়ে দেন অতিথিরা। সনদ ও টি-শার্ট পরিয়ে দেন বন্ধুসভার সদস্যরা। আঞ্চলিক পর্যায়ে বিজয়ীরা ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় গণিত উৎসবে অংশ নেবে।